দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনের ছুটি ও কিছু কথা

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সপ্তাহে ১ দিন সাধারণ ছুটি ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব ও অন্যান্য ছুটি ভোগ করে আসছে। বিশেষকরে পূর্ণ রমযান মাস, গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ছুটিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভোগ করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত উল্লেখিত ছুটি সমানভাবে বহুকাল ধরে ভোগ করে আসছে। এ ধরনের ছুটি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

একদিকে দেশের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট লেগেই রয়েছে। এ কারণে, বছরের শেষেও পাঠ্যবই-এর এক-তৃতীয়াংশও পড়ানো হয় না। কলেজ ও মাদ্রাসাসহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে সেই একই সংকট রয়েছে। এই শিক্ষক সংকটের ফলে বছরের শেষে তাড়াহুড়ো করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্ধারিত কোর্স দায়সারা হিসেবে শেষ করা হয়। এতে মোটেই বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া হয় না। তাই, দেখা যায় বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ কেউ নকল করে এবং কেউ কেউ প্রাইভেট টিউটর রেখে পাস করে থাকে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, বছরে প্রায় ৬ মাসই বিদ্যালগুলো বন্ধ থাকে। অবশ্য তালিকাভুক্ত বন্ধ রয়েছে মাত্র বছরে ৭০/৭৫ দিন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে বন্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধের মধ্যে পড়াশুনা করার এক প্রস্তাব শুনা গিয়েছিলো। এ প্রস্তাব কার্যকরী হলে অভিভাবকমণ্ডলী। একে অভিনন্দন জানাবে সন্দেহ নেই। কারণ তারা চান, তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে রীতিমতো লেখাপড়া করুক। ছুটির মধ্যে রমযান, গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ছুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দীর্ঘমেয়াদী ছুটির কারণে বই-পুস্তকের সাথে সম্পর্ক প্রায় ছেড়ে দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ে গিয়ে আজকাল তারা লেখাপড়া করতে চায় না। এ অবস্থায় ছুটি পেলে তারা কি আর বই-পুস্তকের ধার ধারবে?

আমাদের মতে, রমযানের ছুটি হ্রাস করে ২০ দিনে সীমিত রাখা উচিত। কারণ, দেশের সব অফিস-আদালত ঐ বন্ধে খোলা থাকলে বিদ্যালয়গুলো খোলা রাখতে অসুবিধা কোথায়? বিশেষ করে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা তো মোটেই রোজা রাখে না। তাই, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় উক্ত বিদ্যালয়গুলো রমযান মাসে ২টা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যাপারে কোন অসুবিধা আছে বলে আমরা মনে করি না।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আজকাল নৈরাজ্য বিরাজ করছে। তাই, উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩ বছরের কোর্স ৬ বছরেও শেষ হচ্ছে না। ফলে, অভিভাবকরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দারুণ ভাবনার মধ্যে কালাতিপাত করছেন। প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সেশন একসাথে শুরু করা উচিত। আজকাল, ঐসব বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী তিনমাস বিনা পড়ায় কাটিয়ে সময়ের অপচয় ঘটায়। কারণ ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় ঐ মাস তিনটি প্রকৃত লেখাপড়ার মাস। এ হিসেবে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করে মার্চ থেকে সেশন শুরু করা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজ আমলে মার্চ থেকে বিদ্যালয়গুলোতে সেশন শুরু করা হতো। কাজেই, দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোর অচলাবস্থার দিক লক্ষ্য করে বিদ্যালয়সমূহের দীর্ঘ ছুটি হ্রাস ও সেশন মার্চ থেকে আরম্ভ করার ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে লেখাপড়ার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

—আবু মোহাম্মদ আদীল